

প্রবীর ঘোষকে খুনের হুমকি!

“হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য রক্ষা করতে হলে, মানুষকে ধর্মের পথে ফিরিয়ে আনতে হলে বিদেশীদের দালাল, হিন্দু ধর্মের শত্রু প্রবীর ঘোষকে হত্যা করতে হবে। যেখানেই প্রবীর ঘোষকে পাওয়া যাবে, সেখানেই তাঁকে পিটিয়ে মেরে, গুলি করে হত্যা করতে হবে।” -- আচার্য সত্যানন্দ

প্রবীর ঘোষকে আবার মৃত্যুর হুমকি দেয়া হয়েছে। এবার আর চিঠি কিংবা টেলিফোনে নয়। টেলিভিশনে লাইভ টেলিকাস্টের মাধ্যমে। ঘোষণা দিয়েছেন আচার্য সত্যানন্দ। বলেছেন, যেখানেই প্রবীর ঘোষকে দেখবেন, সেখানেই প্রবীর ঘোষকে পিটিয়ে, গুলি করে হত্যা করবেন। কীট-পতঙ্গাদের যেভাবে পিষে মারা হয়, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের যেমন গুলি করে হত্যা করা হয়, তেমনি সমাজের এই কীট প্রবীর ঘোষকে(!) হত্যা করতে বলেছেন।

কে এই আচার্য সত্যানন্দ? কেন তাঁর এত রাগ প্রবীর ঘোষের উপর? কেন তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন প্রবীর ঘোষকে হত্যা করতে?

প্রবীর ঘোষ ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং আমাদের মত মুক্ত-মনাদের সুহৃৎ এবং পথিকৃৎ। বলা যায়, যার একক প্রচেষ্টায় যুক্তিবাদের আন্দোলন ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলছে। **ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি** (সংক্ষেপে যুক্তিবাদী সমিতি) ১৯৮৫ সালে গঠিত হবার পর থেকে এ পর্যন্ত শতশত বাবাজী, মাতাজী, পীর, বুজরুক ভন্ডদের লোকঠকানো কারসাজী লোকসম্মুখে উন্মোচন করে দিয়েছে। কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুবে থাকা ভারতীয়দের যুক্তির আলোয় নিয়ে আসার জন্য যুক্তিবাদী সমিতি সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে (প্রবীর ঘোষ এবং ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন <http://www.srai.org>)।

আর আচার্য সত্যানন্দ হচ্ছেন গডম্যান (এমনটাই তিনি দাবি করেন!)। তিনি sixth sence এর সাহায্যে লোকের ভবিষ্যত বলে দেন, এমনকি ভবিষ্যতের দুর্ঘটনা দূর করতে পারেন। আরও উদ্ভট দাবী উনার আছে, তিনি ধ্যানের মাধ্যমে, যজ্ঞের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে ম্যাগনেটিক পাওয়ার নিজের শরীরে নিয়ে আসতে পারেন(!)। ইত্যাদি।

সবকিছুই চলছিল ঠিকমতো, আচার্য বাবাজির মনমতো। ক্যান্সার রোগী থেকে গ্যাসট্রিক সবাইকেই আমার লকেটে লাল, নীল পাথর বসিয়ে মন্ত্র পড়ে দিয়ে দিচ্ছিলেন। সঙ্গে হাজার পাঁচ থেকে শুরু করে যার কাছ থেকে যতো পারছিলেন হাপিস করছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে বাবাজীর কারবারে ছন্দপতন ঘটলো। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল থেকে রবার্ট ঈগল নামে এক ব্রিটিশ সাংবাদিক এসেছেন প্রবীর ঘোষ ও যুক্তিবাদী সমিতির উপর ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরী করতে। যুক্তিবাদী সমিতির কার্যক্রমের উপর ছবি তৈরী করতে গিয়ে ঈগল, প্রবীর ঘোষ ও যুক্তিবাদী সমিতির সাথে তাঁর পরিচয় গোপন রেখে গিয়েছিলেন আচার্য সত্যানন্দের কাছে। আচার্য সত্যানন্দতো সাংবাদিক ঈগলকে পেয়ে বাক-বাকুম। তিনি টিভি ক্যামেরার সামনে নানা ভাবে পোজ দেয়া শুরু করলেন। কখনো বাম দিক থেকে ডানদিকে ঘুরে, কখনো বা পোষাক পালটিয়ে, ক্যাট-ওয়াক করে, কখনো বা মুচকি হেসে, নিজের প্রাইভেট প্লেনে চড়ে হাত নেড়ে, আবার যজ্ঞের আয়োজন করে পূঁজো পূঁজো খেলা করে ক্যামেরার সামনে নিজেকে উপস্থাপন করতে লাগলেন। কিন্তু হটাৎ করে সেখানে উপস্থিত হলেন ভূতের পুলিশ, ভন্ড বাবাজী-মাতাজীদের যম প্রবীর ঘোষ ও তাঁর সমিতির সদস্য, সদস্যারা। ঈগলের ক্যামেরার সামনে ধরিয়ে দিলেন আচার্যর

আশ্চর্য ভঙ্গামী। হাতেনাতে উন্মোচন করলেন সত্যানন্দের মুখোশ। এরপর প্রবীর ঘোষ তাঁর সমিতির সদস্য, সদস্যদের নিয়ে আচার্যর আখড়া থেকে বের হয়ে এলেও সাংবাদিক ঈগল আরও কিছু জানার আশায় আচার্যর কাছে রয়ে যান। ক্রুদ্ধ আচার্য তখন তাঁর পেটোয়া বাহিনী দিয়ে শুরু করেন ওই বিদেশী সাংবাদিকের উপর শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ও আরেক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের (আকাশ) সাংবাদিকরা এসে এই বিদেশী সাংবাদিক ঈগলকে উদ্ধার করেন।

এরপর শুরু হয় আচার্যর আরেক খেল। তিনি ও তাঁর সহকারী শতাব্দী (পুরো নামটি মনে নেই) একটি প্রাইভেট স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের (CTVM) লাইভ টেলিকাঞ্চে বীরদর্পে ঘোষণা দেন- “হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য রক্ষা করতে হলে, মানুষকে ধর্মের পথে ফিরিয়ে আনতে হলে বিদেশীদের দালাল, হিন্দু ধর্মের শত্রু প্রবীর ঘোষকে হত্যা করতে হবে। যেখানেই প্রবীর ঘোষকে পাওয়া যাবে, সেখানেই তাঁকে পিটিয়ে মেরে, গুলি করে হত্যা করতে হবে।”

প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া থাকে। আচার্যর এই ক্রিয়ার পর কলকাতায় শুরু হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সকলেই আচার্যর গ্রেফতার দাবি করেছেন। প্রবীর ঘোষ তাঁর সমিতির পক্ষ থেকে থানায় ডাইরি করেছেন আচার্যর বিরুদ্ধে। আর এরই মধ্যে মুখ খুলতে শুরু করেছেন আচার্য সত্যানন্দের আশ্চর্য ভঙ্গামীর শিকার ভুক্তভোগীরা। তারাও আচার্যর শাস্তি দাবি করেছেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আচার্য সত্যানন্দ এখন জেলে।

আরেকটি খবর হচ্ছে আচার্য সত্যানন্দ হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় গায়ক নচিকেতার বোনের জামাই। নচিকেতা আচার্যর গ্রেফতার দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন- আমরা কোনদিকে যাব? ভাববাদের পথে যাব না বিজ্ঞানের পথে যাব? নচিকেতা এরই মধ্যে আচার্য সত্যানন্দের ভঙ্গামীকে নিয়ে একটি মজার গান ও বেধেছেন।

সবশেষে আমি প্রবীরদাকে বলতে চাই, আমরা এই বাংলার যুক্তিবাদীরা আপনার সাথে আছি, আপনি এগিয়ে যান। আমি জানি নচিকেতাকে ধন্যবাদ জানানোর যোগ্যতা আমার নেই, তবু নচিকেতার কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। উনার জন্য গর্ব লাগছে, কারণ উনি আমার প্রিয় গায়ক। আর আচার্য সত্যানন্দকে একটি কথায়ই বলতে চাই, আপনার দাবি আপনি ধ্যানের মাধ্যমে পৃথিবীর ম্যাগনেটিক পাওয়ার নিজের শরীরে আনতে পারেন, তাহলে দয়া করে এই পাওয়ার এনে চৌদ্দ শিকের ঘরে কিছুকাল বাদুড়ের মতো ঝুলে থাকুন। তাহলে কিছুদিন হলেও জনগণ আপনার মতো রাহুর হাত থেকে মুক্ত থাকবে।

সবাইকে ধন্যবাদ। সবার সুস্থতা কামনা করছি।

অনন্ত

১৯-০৩-০৫

ananta_atheist@yahoo.com

মুক্ত-মনায় প্রকাশের জন্য লিখিত

তথ্যসূত্রঃ- অনুসন্ধানী অনুষ্ঠান “খোঁজখবর”, টিভি চ্যানেল-আকাশ, সময়-রাত সাড়ে দশটা, তারিখ-১৪-০৩-০৫।

পড়ুনঃ পাঠকের প্রতিক্রিয়া [১](#) | [২](#)